দৈনিক সংবাদ

86

তারিখ ... JAN. 4 2000
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

৬ পয়েন্টে টপ ক্যাড

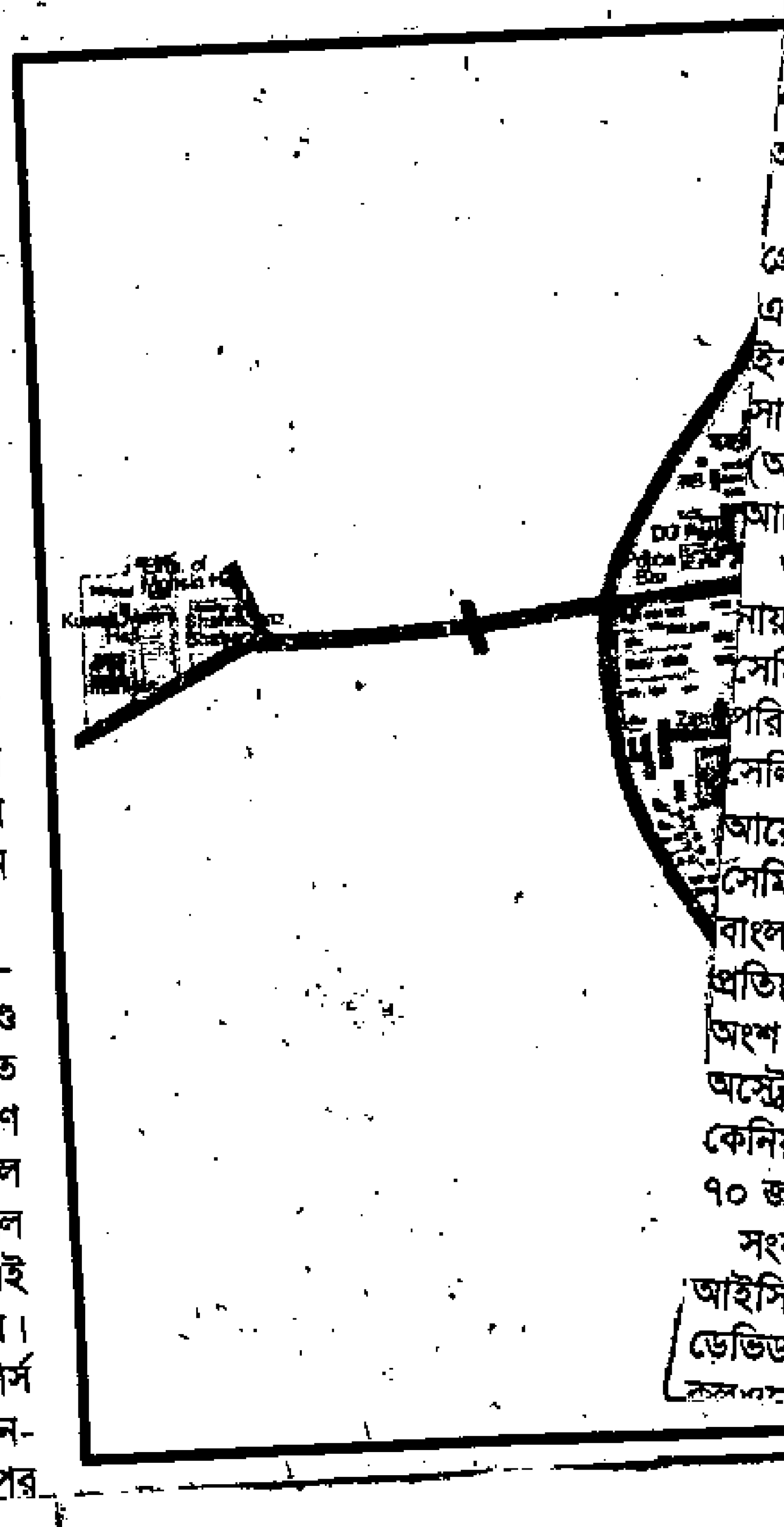

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ৬টি পয়েন্ট নগরীর টপ টেরর ও ক্যাম্পাসের চিহ্নিত ক্যাডারদের আড্ডার জায়গা। এই এলাকাগুলো হলো টিএসসি সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পশ্চিম গেট, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি এলাকার মিলন চত্বর ও হাকিম চত্বর, চারুকলা ইনস্টিটিউটের সম্মুখভাগ, পাবলিক লাইব্রেরি চত্বর এবং শাহবাগ এলাকা। এসব এলাকার ৪টি ছাত্রলীগ, একটি ছাত্রদল এবং অপরটি ছাত্রসমাজ (মি-ম) ক্যাডাররা নিয়ন্ত্রণ করে। ক্যাম্পাস ও নগরীর চিহ্নিত অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের এসব জায়গায় নিয়মিত দেখা গেলেও রমনা থানা পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন রহস্যজনক কারণে তাদের দেখতে পান না।

ক্যাডাররা ছিনতাই, অপহরণ, টেন্ডারবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত। টিএসসির পূর্বদিকে অবস্থিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পশ্চিম গেট নিয়ন্ত্রণ করে ছাত্রলীগ বরিশাল গ্রুপ। বরিশাল গ্রুপের ক্যাডার শাহীন ও শহীদুল্লাহ হলে অবস্থানরত কিছু বহিরাগত তরুণকে এই জায়গায় নিয়মিত আড্ডা দিতে দেখা যায়। গত ডিসেম্বর মাসে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে কাদের সিদ্দিকীর কনভেনশনে এ জায়গা থেকে বরিশাল গ্রুপের ক্যাডাররা হামলা চালিয়েছিল।

এই পয়েন্টের ক্যাডাররা সন্ধ্যার পর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভেতর ব্যাডমিন্টন খেলে। আশপাশের দোকানিদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, এই জায়গায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা এবং ফাইভ স্টার গ্রুপের কালা সেন্টু, মোশাররফ হোসেন রাজা, আনোয়ার এবং এনামুল হক আবীরকে প্রায়ই দেখা যায়। দোকানিরা জানান, এখানে নিয়মিত আড্ডা দেয়ার পাশাপাশি ক্যাডাররা 'ফেন্সি'সহ বিভিন্ন ধরনের নেশাদ্রব্য সেবন করে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের এই গেটে সার্বক্ষণিক পুলিশের গাড়ি মোতায়েন থাকলেও তাদের ভূমিকা নীরব দর্শকের মতো। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, পুলিশের সাথে সন্ত্রাসীদের একটা লেনদেনের সম্পর্ক রয়েছে।

ক্যাম্পাস ঃ পৃঃ ২ কঃ ২

ক্যাম্পাস ঃ ক্যাডার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

টিএসসি থেকে শাহবাগ মোড় পর্যন্ত রাস্তায় চারুকলা ইনস্টিটিউটের সম্মুখভাগ নিয়ন্ত্রণ করে ছাত্রলীগ বাগেরহাট গ্রুপের ক্যাডাররা। ছাত্রলীগ নেতা আবদুল ওয়াদুদ খোকন, জিয়া হলের রিজভীসহ বাগেরহাট-সাতক্ষীরা অঞ্চলের ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা এই জায়গায় বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আড্ডা দেয়। এ গ্রুপের আশ্রয়ে একটি ক্যাডার গ্রুপ উত্তরপাড়ার মহসিন হল ও জিয়া হল দখল করে রেখেছে। জিয়া হলের সাংগঠনিক সম্পাদক বাগেরহাট গ্রুপের ক্যাডার রিজভীকে কয়েক মাস পূর্বে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য জিয়া হল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এখন সে মহসিন হলে অবস্থান করছে। এই পয়েন্টে আড্ডা দেয় এমন একজন তরুণ নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, বাটলী খোকন, ঢাকা কলেজের সুজন এবং মোহাম্মদপুরের মুন্না ও ইমনকে প্রায়ই এই জায়গায় দেখা যায়। কিছুদিন পূর্বে চারুকলার সামনে বাগেরহাট গ্রুপের ক্যাডাররা পুলিশের সহায়তায় এক মহিলা ডাক্তারের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল। ছাত্রলীগের গোপালগঞ্জ গ্রুপের সাবেক নেতা এবং বহিষ্কৃত ক্যাডাররা নিয়ন্ত্রণ করে শাহবাগ মোড় ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেট এলাকা। এই পয়েন্টে গোপালগঞ্জ গ্রুপের লিজু, অপু, পঙ্কজসহ বেশ কয়েকজন বহিরাগত ক্যাডারকে নিয়মিত দেখা যায়। ক্যাডাররা পিজি হাসপাতাল মার্কেটের একটি রেস্তরাঁয় বসে চাঁদা আদায়সহ বিভিন্ন ঠিকাদারি কাজের টেন্ডারবাজি করে থাকে। এছাড়া গত ডিসেম্বর মাসে শাহবাগ মোড়ে গোপালগঞ্জ গ্রুপের ক্যাডাররা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জের ধরে ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সাজ্জাদ হোসেনকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করেছিল। অভিযোগ রয়েছে রমনা থানার ওসির গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জ হওয়ায় এই গ্রুপ থানা পুলিশ থেকে বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে। এছাড়া শাহবাগ মোড় পয়েন্টে চলচ্চিত্রের খলনায়ক ডন এবং ছাত্রদল নেতা মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুনকে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের সাথে দেখা যায়। পাবলিক লাইব্রেরির ভেতর ক্যান্টিনের সামনে আড্ডা দেয় ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত ক্যাডাররা। এই জায়গায় ঢাকার আশপাশের জেলাগুলো থেকে আগত সন্ত্রাসীদের দেখা যায়। বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী শহরের সন্ত্রাসীরা এই জায়গায় অস্ত্রের জন্য এসে থাকে। দায়িত্বশীল একটি সূত্র থেকে জানা যায়, এই পয়েন্টে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত দেবাশিস, অপু সরকারসহ নরসিংদী জেলার ঘোড়াশালের সন্ত্রাসী দীপুকে প্রায়ই দেখা যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মিলন চত্বর নিয়ন্ত্রণ করে জাতীয় ছাত্রসমাজ (মি-ম)-এর ক্যাডার নেতারা। ছাত্র সমাজ নেতা নির্মল দাস ও মাসুম আহমেদ এই জায়গায় নিয়মিত দলবলসহ আড্ডা দেয়। জহুরুল হক হলের সাবেক জিএস মাসুম আহমেদ ছাত্রলীগ নেতা বাদল হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে বিতাড়িত ছাত্রদল নেতা ও ক্যাডাররা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির গেট সংলগ্ন হাকিম চত্বরে সারাদিন অবস্থান করে। হরতালের সময় ছাত্রদল এই এলাকায় বোমাবাজি করে। এছাড়া ফুটপাতের দোকানিদের কাছ থকে ফাও খাওয়া এবং ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে ছাত্রদলের জুনিয়র কর্মী ও ক্যাডারদের বিরুদ্ধে। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্ট নিয়ন্ত্রণকারী এসব সন্ত্রাসী হত্যা মামলাসহ একাধিক মামলার আসামি। পুলিশসহ সরকারের উঁচু মহলে যোগাযোগ থাকার কারণে এরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, দেশে কর্মরত প্রায় পরিবেশবাদী এনজিও এবং বাংলা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে সম্মেলনের আয়োজন করেছে।

একুশ শতকের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সেমিনার হবে ১৭ই জানুয়ারি থেকে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ আগামী ১৭ জানুয়ারি থেকে ঢাকায় ৪ দিনব্যাপী 'একু শতকের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি' শীর্ষ আন্তর্জাতিক সেমিনার শুরু হচ্ছে।

আইসিডিডিআরবির অপারেশন রিসা প্রোগ্রাম (ওআরপি), সেন্টার ফর হেল এন্ড পপুলেশন রিসার্চ-এর সহযোগিতায় ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দি সায়েন্টিফিক স্টাডি অফ পপুলেশন (আইইউএসএসপি) এ সেমিনারের আয়োজন করছে।

আইসিডিডিআরবির সাসাকাওয়া মিলনায়তনে সোমবার সকাল ৮টায় এ সেমিনারের উদ্বোধন করবেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী শেখ ফজলুল করিম সেলিম। গতকাল বৃহস্পতিবার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, সেমিনারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ও বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শতাধিক জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ অংশ নেবেন। বৃটেন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সুইডেন, কলম্বিয়া, কেনিয়া, চীন, ইরান, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশের ৭০ জন বিশেষজ্ঞ এতে অংশ নেবেন।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আইসিডিডিআরবির পরিচালক প্রফেসর ডেভিড এ স্যাক, প্রফেসর জ্যাক